# ‘‘ঠেলার নাম বাবাজী’’—(তৃতীয় খন্ড)

সাঈদ কামরান মির্জা
ইউ এস এ,
জুন ১৪, ২০০৪

পাঠকগনের নিশ্চয়ই মনে আছে ইরাক যুদ্ধের পরপরই আমার ‘**ঠেলার নাম বাবাজী**’ নামে দু’টি লেখার কথা! সে লেখাগুলোতে আমি আলোকপাত করে ছিলাম ‘**বিশেষ ঠেলায়**’ কি ভাবে বর্তমান বিশ্বের সেরা **‘Exis of Evil'** গন খুব দ্রুত সোজা হতে শুরু করেছিল। সে লেখাগুলো নিয়ে অবশ্য আন্তরজালের ইসলামিষ্টদের বেজায় কষ্ট এবং রাগ হয়ে ছিল আমার উপর; এবারেও আমার এ রচনাটি বাঙ্গালী ইসলামিষ্টদেরকে বিশেষ করে সদালাপের ইসলামিষ্ট ভাইদেরকে অনেক ব্যথা দিবে। কিন্তূ কি করব, এমন মোক্ষম সুযোগটিকে কি করে হারাই? তা’ছাড়া সত্যকথাত চিরকালই তিক্ত লাগে। তবে ইসলামিষ্টদের কাছে আবারও ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি সর্বপ্রথম।

আজকের এই ‘ঠেলার নাম বাবাজী’তে পাঠকদেরকে আরও কিছু মজার ঘঠনা শুনাব ঠিক করেছি। প্রাচীন বাঙ্গালী পন্ডিতগন সত্যিই অতি জ্ঞানীগুনী ছিলেন, এতে কোন সন্দেহ নেই তা’ হলফ করেই বলতে পারি। বাংলা দেশে থাকা কালিন আমার এক অতি নিকটের বন্দ্ধু প্রায়ই একটি বাঙ্গালি প্রবাদ শুনাত যাহা শুনতে খুবই নোংরা সুনালেও কথাগুলো অতি খাঠি মনে হত আমার কাছে। এই প্রবাদটিতে কিছু Vulgar থাকায় পাঠকদের কাছে বিশেষ ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। প্রবাদটি নিম্নরূপঃ

**‘‘কোন এক দুষ্টুলোক স্বপ্নে দেখেছিল তার একটি অঙ্গুলি তার এক শত্রুর পু—— (Ass hole) তে ঢুকেছে এবং ইহাতে সে পরম সুখবোধ করেছিল এবং মনের সুখে অনেক হাসতে থাকে স্বপ্নের মধ্যেই। কিন্তূ , ঘুম থেকে জেগে তার মনটা খুবই খারাপ হয়ে গেল। কারণ সে দেখল, আসলে তার অঙ্গুলিটি নিজেরই পু- (Ass hole) তেই ঢুকে আছে।’’** এই প্রবাদটির আসল মানে হল—‘‘*যে ব্যক্তি সর্বদা অন্যের ক্ষতি করার চিন্তা করে, তার নিজেরই ক্ষতি হয়ে থাকে।*’’ এই দুষ্টু লোকটি আসলে পরের ক্ষতি দেখলে খুব আরামবোধ করত। আমি এই Vulgarized বাঙ্গালী প্রবাদটি এখানে কেন টেনে আনলাম নিচে তাহার ব্যাখ্যা দিচ্ছি।

গত ৯/১১ এর জঘন্য ঘঠনার পরের ২/৩ সপ্তাহ ধরে আমেরিকান মিডিয়াতে বলতে গেলে তুলকালামত গিয়েছে তাহা আশাকরি পাঠকদের নিশ্চয় মনে অছে। ঠিক সে সময়েই অর্থাৎ প্রথম ২/৩ সপ্তাহ ধরে MSNBC এবং CNN এ আমেরিকাতে সৌদী এম্বেসাডর Prince Bandor কে ক্রমান্বয়ে ৩ সপ্তাহ ধরে বলতে গেলে **Grill করেছিল এই ৯/১১** এর আসল রহস্য উদঘাটন করার জন্য। এই ধুরন্ধর প্রিন্স বান্দর সেদিন সবার সঙ্গেই বেমালুম মিথ্যা কথা চালিয়ে সকল প্রশ্নকর্তাদেরকে বোকা বানাচ্ছিলেন। অনেক প্রশ্নের মধ্যে আমার বিশেষ কয়েকটি প্রশ্ন মনে পড়ে। তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল—(১) কোরানে মানুষ হত্যা করার নির্দেশ আছে কিনা এবং (২) ইসলামে জিহাদ মানে কি? (৩) ৯/১১ জন্য ইসলাম ধর্ম এবং সৌদী মুসলিমদের দায়ী করা যায় কিনা? এই দুষ্টু লোকটি একাধারে সব মিথ্য কথা বলে যাচ্ছিল। সে বলেছিল—**ইসলাম শান্তির ধর্ম, কোরানে আল্লাহ কখনও মানুষ হত্যা করার কথা বলে নাই এবং জিহাদ মানে হল—নিজের মনের সঙ্গে আত্বসংগ্রাম করা।** সে আরও বলেছিল—সৌদী মুসলিমদের কোনই role নেই এই

টেররিজমে এবং ইসলাম হল শান্তির ধর্ম, তাই ইসলামের কোন role নেই এই ৯/১১ এর ক্ষেত্রে। সে বার বার বলে বুঝাতে চেস্টা করেছিল যে পবিত্র কোরানে মানুষকে হত্যা করার কথা নেই এবং তা' কখনো থাকতে পারে না।

গত কয়েক দশক ধরে পৃথিবীর সেরা শক্তিধর দেশ আমেরিকা একরকম ঘুমিয়ে ছিল একটি অলস সিংহের ন্যায়। নব্বুইয়ের দশকে যখন ইসলামিক টেররিষ্টরা একের পর এক ক্রমাগতভাবে মনের সুখে তাদের ইসলামী-জেহাদী বোমা ফাঁটিয়ে যাচ্ছিল আমেরিকানদের বিভিন্ন এম্বেসী গুলোতে। আমেরিকা কিন্তূ এসব বেয়াদবির কোন সুষ্ট জবাব দেয় নাই। শুধু মাঝে মাঝে ঘুমন্ত সিংহের লম্বা লেজটি দিয়ে কিছু মশামাছি তাড়ানো ছিল তার কাজ। বিশেষ করে সৌদীর মাটিতে কয়েকটি বোমা হামলা ঘটিয়ে বেশ কিছু আমেরিকান কাফের সৈনিক মেরেছিল নব্বুইয়ের দশকে। **ঔসময়ে আমেরিকার FBI and CIA অনেক চেস্টা করেও** সৌদীর ঘঠনার কোন সুষ্ট তদন্ত করতে পারে নাই। কারণ সৌদীরা আমেরিকার সঙ্গে কোন সহযোগীতাই করতে নারাজ ছিল তখন। তা'ছাড়া, সৌদিরা ইসলামের গার্জেন সেজে গত ৫০ বৎসরে পেট্র-ডলারের গরমে সারা মুসলিম বিশ্বে এবং অমুসলিম কাফেরের দেশে হাজার হাজার টেররিষ্ট ফেক্টরী অর্থাৎ **মাদ্রাসা-মসজিদ** স্থাপন করে যাচ্ছিল সারা পৃথিবীকে ইসলামী সুরায় বেহুশ করার পবিত্র ইচ্ছায়। বলতে গেলে সারা বিশ্বে টেররিজমের ফেক্টরী তৈরিতে সৌদীদের কোন জুড়ি ছিল না। মজার ব্যাপার হল—সৌদীরা খুব মজা পেত যখন পশ্চিমা কাফেরদের সম্পত্বিতে উসামার জিহাদী সৈনিকরা একের পর এক বোমা হামলা করে যাচ্ছিল। তারা আমেরিকানদেরকে এসব ঘঠনার তদন্ত করতেও কোন সহযোগীতা দিতে নারাজ ছিল। এনিয়ে আমেরিকানদেরকে প্রায়ই আক্ষেপ এবং রাগ প্রকাশ করতে শুনা যেত।

কিন্তূ বিধির বাম, সেই নিজেদের সৃষ্টি 'ফ্রাঙ্কেনস্টাইন' শেষ পর্যন্ত কিনা সৌদীদের মাথায় শক্ত বারি দিবে? সৌদী মোনাফেকদের তৈরী ইসলামী বিষের কামুড় খোদ সৌদী পাক ভূমিতে এসে তাদের পেটে বসিয়ে দিচ্ছে মরণ কামুড়!!! এদিকে ৯/১১ এর পর জাগ্রত সিংহের 'হালুম-হুলুম' দাপটের চোটে আল-কাঁয়দা জেহাদীষ্ট'রা কাফেরদের ভুমি বিশেস করে **কাফেরের আড্ডাখানা আমেরিকার অপবিত্র ভুমিতে আসার আর সুযোগই পাচ্ছে না। বড্ড মুস্কিল হয়েছে তাদের ইসলামী মার্কা নাম এবং আরবীয় চেহারা। আগের মত জামাই আদরে কাফেরের দেশে ঢুকতে পারছেনা মোটেই।** তাইত তাদের খেলা এবার বেশ জমেছে আরবের পবিত্র ভুমিতে; বিশেষ করে ইসলামের জন্মভুমি সুপার-পবিত্র সৌদি আরবে। আমার উপরোল্লিখত বাঙ্গালীর প্রবাদটির (যাহা আমার বন্দ্ধু প্রায়ই বলতেন) ন্যায় অবস্থা আর কি! সৌদীদের নিজের পু—তেই (থুঁক্কু) শেষ পর্যন্ত নিজেরই অঙ্গুলি ঢুকবে? **এ কেমন আল্লাহর বিচার?**

ইরাক যুদ্ধের পরে আমার এক নিকটের বন্দ্ধু প্রশ্ন করেছিলেন—ইরাক যুদ্ধে কি ইসলামী টেররিষ্টদের মাতম বেরে যাবে? আমি জবাব দিয়েছিলাম মোটেই না। তবে কিছু কালের জন্য ইসলামী জিহাদীরা ইরাকের গেরিলাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে তাদের কাফের নিদনের সখ পুরা করতে চেস্টা করবে। **এইত সেদিন কি মজা করে কত পবিত্র ইসলামী স্টাইলে 'নিক বার্গ'নামক একটি আমেরিকান কাফেরকে কি সুন্দরভাবে 'কতল' অর্থাৎ কল্লাকেটে শান্তির ধর্ম ইসলামের আসল চেহারাটি দেখাল।** এটাত আজ তাদের জন্য সুবর্ণ সুযোগ। কারণ, খোদ আমেরিকায় এসে তাদের টেররিষ্টের খেলা দেখানো হয়তো বা সাং হয়েছে কারণ ঘুমন্ত সিংহটি এখন সর্বদা জেগে থাকে এবং তার লম্বা লেজটি খাড়া রাখে সর্বদা। এই দেখুন না, ৯/১১ এর পরে আমেরিকার কাফেরের ভুমিতে ইসলামী বোমাত দুরের কথা; একটি পঁচা ডিমও ফাটে নাই কোথাও। ৯/১১ এর পুর্বে কিন্তূ দমাদম বিমান হাইজেক হয়ে যেত একেবারে পানির মত, এবং পটাস পটাস ইসলামী বোমা ফেটে যেত যখন তখন। কিন্তূ, কাফেরদের ঘুম ভেঙ্গে যাওয়ায় এখন ইসলামিষ্টরা বেজায় অসুবিধায় আছে এ পবিত্র কাজটি করতে। তাইত তাদের সেন দৃষ্টি পড়েছে আজ সৌদীদের উপর। সৌদী মোনাফেকদের খেলা বোধ হয় শেষ হয়ে এল। আরবের পবিত্র ভূমিতে সকল রাজা-বাদশার খেল দ্রুত সাং হবে বলেই মনে হচ্ছে। **ঔদিকে প্যালেস্টাইনী**

**জিহাদী গ্রুপটির সুইসাইড খেলাও বলতে গেলে একেবারে ভাটা পরে গেছে; কারণ তাদের ইকোনমিক সোর্স আজ বন্দ্ধ হয়েছে সাদ্দামের পতনের পর। তা'ছাড়া, সুইসাইড University এর আসল গুরু (Vice Chancellor) মোল্লা ইয়ায়াছীনকে হারামি ইহুদীরা মেরে তাঁবা করে দিয়েছে কিনা?**

তবে এই আরব জিহাদীদের আসল খেলা জমবে সৌদী আরবের পবিত্র ভূমিতে। আমার বন্দ্ধুটি অবাক হয়েছিলেন আমার কথা শুনে। এখন ওনি বলছেন আমার কথাই সত্যি হয়েছে। ইসলামী জিহাদীরা এখন তাদের টেররিষ্টের বাহাদুরী বেশ ভালই দেখাচ্ছে সৌদী পাক ভূমিতে। আল্লাহর পবিত্র ঘরের আশে পাশেই তারা তাদের ইসলামী বোমা ফাটিয়ে চলেছে মনের সুখে এবং দেদার গুলি করে মেরে চলেছে অনেক পশ্চিমা কাফের। ইসলামী জিহাদীদের পবিত্র ইসলামী 'কেচকা' মারের চোটে সৌদী-মোনাফেকদের সুর আজ বেমালুম পালটিয়ে গিয়েছে। **একেবারে 'পবিত্র জিহাদ' ঘোষনা করেছে আল-কায়দার বিরোধ্যে।** এতদিন বসে বসে খুব আরাম বোধ করেছে আমারিকানদের (অন্যের পু—Ass hole এ অঙ্গুলি) উপরে বোমার খেল দেখে । এবার নিজের মাথায় ইসলামী বোমার (নিজের পু—Ass hole এ অঙ্গুলি) আঘাত খেয়ে উলটো এখন আমেরিকানদের কাছেই সাহায্য চেয়েছে। ঠেলার নাম বাবাজী আর কাকে বলে? **অবশ্য এবারের ঠেলাটি পেয়েছে তাদেরই সৃষ্টি খোদ আল-কাঁয়দা জেহাদীদের কাছ থেকে।** সৌদী এম্বেসাডর বান্দর সাহেব একেবারে জিহাদ ঘোষনা দিয়েছেন। নিম্নে পড়ুন সেই জিহাদী ডাকের কয়েকটি Paragraphs, তা'হলেই টের পাবেন ঠেলার নাম বাবাজীর কত মোজেজা!

## A Diplomat's Call for War

Sunday, June 6, 2004; Washingtonpost, Page B04

*The Saudi ambassador to the United States, **Prince Bandar bin Sultan bin Abdulaziz Al-Saud,** wrote a rather unusual article for last Tuesday's edition of the Saudi government daily newspaper Al-Watan. In it, he seeks public **support for a Saudi "jihad"** against terrorists -- presumably al Qaeda -- who have lately staged a series of deadly attacks in the kingdom, including one in Khobar last weekend in which 22 people, most of them foreigners, were killed.....*

**" In my opinion, with all due modesty and respect, our honorable clerics must call for the ruler to declare Jihad against these deviants, and give him [i.e., the ruler] complete support in this matter, and be determined about it, since whoever keeps silent [and refrains from speaking about] the truth is a mute Satan."**

**"These criminals have disseminated corruption in the land, and it is incumbent upon us -- the rulers, the clerics, and the citizens -- to keep the word of Allah: 'The punishment of those who wage war against Allah and His Messenger and strive to spread corruption in the land is only this,** that they should be murdered,' **etc. [Koran 5:33]. Period! "**

এখানে সবচেয়ে জরুরি কয়েকটি প্রশ্ন স্বাবাবতই চলে আসে। আমার ইচ্ছে হচ্ছে এখন Honorable Embassador বান্দর সাহেবকে তার হাত ধরে জিজ্ঞেস করি—বলুনত এখন সত্যি করে কোরানে মানুষ হত্যার কথা আছে কিনা? বলুনত—ইসলামে জিহাদের আসল মানেটা কি? আপনি যেই জিহাদের ডাক দিয়েছেন সেটাকি inner struggle, অর্থাৎ আপনি কি আত্বসংযমের

ডাক দিয়েছেন এখন? নাকি, অস্ত্র দিয়ে বা ডেইজি কাটার বোমা মেরে আল-কাঁয়দাদের কে ধংশ করতে ডাক দিয়েছেন? **ঠিক কোন পবিত্র জিহাদের কথা আপনারা বলছেন এখন?**

এবার আল-কাঁয়দার জেহাদী বোমায় ক্ষত-বিক্ষত টেররিজমের আসল জন্মদাতা সৌদী আরব একেবারে সুবোধ বালক সেজে বার বার প্রলাপ বকছে, ''***ঠাকুর ঘড়ে কে রে? আমি কলা খাই না***'' এর মত নিজেকে নির্দোষ দাবী করে আমেরিকার মিডিয়াতে প্রপাকান্ডা সুরু করেছে এবং নিজের দেশে পালটা জেহাদিদেরকে বেগোড়ে পাকরাও করা শুরু করেছে। আর বার বার প্রতিজ্ঞা করছে—''আমরা আমেরিকার সঙ্গে আছি, আমরাও জেহাদী-মোল্লাদেরকে দেশ থেকে পাকরাও করে ধংস করে দেব। এবার তারা নিজেরাই আমেরিকার সাহায্য চাচ্ছে এবং FBI and CIA কে দাওয়াত দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে জেহাদীদেরকে পাকরাও করার জন্য মদত (Full cooperation) দিতে। **কি অবাক কান্ড? ঠেলার কত মোজেজা!**

**সোদীদের এই পরিবর্তনকে বাঙ্গালীদের দু'টি প্রবাদেই ফেলা যায়। এটা যেমন ঠেলার নাম বাবাজীর Syndrome বলা যায়; আবার এটাকে সেই বাঙ্গালীদের Vulgarized প্রবাদটি—অর্থাৎ পু—তে অঙ্গুলি ঢুকার অবস্থায়ও খাটে। কি বলেন সম্মানিত পাঠকগন? আমাদের সদালাপের ইসলামী ভাইরা কি বলেন?**

ঔদিকে পাকিস্তান, ইন্দোনেসীয়া এখন বিলক্ষন বুঝতে পেরেছে যে তাদের দেশেও বেশ ইসলামী বিচ্ছু ঢুকেছে এবং তারাও সৌদীদের ন্যায় আল-কাঁয়দা জিহাদীদের বিরোধ্যে মোটামুটিভাবে জিহাদ ঘোষনা করেছে। কিন্তূ আমাদের বাংলা দেশের ইসলামী সরকার এখনও ঠিকমত টের পায় নাই! বাংলা ভাই এবং আরও নানারূপ ইসলামী জিহাদীদেরকে নিয়ে নানারূপ ছলাকলা, তেলেসমাতি বা ভানুমতির খেল খেলছে। আমার মনে হয় বাংলাদেশী ইসলামিষ্টদের মাথায় আল-কাঁয়দার ইসলামী দোররার বারি আরও একটু জোড়ে পরতে হবে; **অথবা বাঙ্গালী মোল্লাদের মাথায় আমেরিকান ডেইজি কাটারের শক্ত বারির দরকার বলেই আমার মনে হয়।**

ঠেলার কি মহান ক্ষমতা যাহা এনে দিতে পারে কি নিদারুন পরিবর্তন? যারা এতদিন ইলামি টেররিষ্টদের লালন-পালন করেছে তারাই আজ টেররিষ্টদেরকে ধরে দিচ্ছে; সুধু কি তাই? একেবারে **পবিত্র জিহাদ** ঘোষনা দিয়েছে এবার! এটাত সম্ভব হয়েছে একমাত্র ঠেলার জন্যই। ঠেলা না খেলে কিন্তূ সৌদিরা এখনও শয়তানী খেলায় মত্ব থকত।

ইতিহাসের শিক্ষা যদি আমরা স্বরন করি তা'হলে দেখতে পাই যে এই ''ঠেলার নাম বাবাজী'' অথবা ''শক্তের ভক্ত, নরমের যম'' এর খেলাই চলে এসেছে সর্বত্র। রোমান সভ্যতা, ফেরাওনদের সভ্যতা, গ্রীক সভ্যতা, আলেকজান্ডারের বিশ্ব বিজয়, আরব-ইসলামিক সভ্যতা, চেঙ্গিস খান অথবা এই সেদিনের ব্রিটিসদের রাজত্ব এসবই টিকে ছিল 'ঠেলার নাম বাবাজী' দিয়ে। যতদিন ঠেলার শক্তি ছিল ততদিনই তাদের নিজ নিজ রাজত্ব ঠিক রাখতে পেরেছিল। আর যখন ঠেলা দেওয়ার শক্তি শেষ হয়ে গিয়েছিল তখনি রাজার রাজত্ব শেষ হয়েছিল। আমেরিকা আজ এক পরাশক্তি এবং তার কোন জুড়ি আপাতত নেই। তাই আমেরিকাকে তার supremacy বজায় রাখতে হলে মাঝে মাজে এরুপ দু'একটি বড় ঠেলা দিতে হবে বই কি! কারণ বাংলার পন্ডিৎগন বলে গিয়েছেন অমুল্য বানী—''শক্তের ভক্ত, নরমের যম'', ''জোর যার মুল্লুক তার'' ''ঠেলার নাম বাবাজী'' অথবা আমার বন্দ্ধুর সে বিখ্যাত পুঁ—তে অঙ্গুলি প্রবেশের প্রবাদটি। কথাগগুলো কি নিদারুন সত্য তাহা অশ্বীকার করার কোন উপায় নেই। আজ এখানেই ক্ষ্যান্ত দিলাম! ধন্যবাদ!